দৈনিক সংবাদ

FEB. 10 20

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ

খুলনা ভার্সিটিতে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে যোগ দেয়ার জন্য প্ররোচিত করা হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ছাত্ররাজনীতি না চাইলেও রাজনীতি পিছু ছাড়ছে না খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের। অনির্দিষ্টকাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের দায় কাঁধে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ছিলেন। আবেগজড়িত কণ্ঠে তারা বলেন, 'আমরা কার কাছে যাবো, কে আমাদের ফরিয়াদ শুনবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। উদ্দেশ্য, আমরা যাতে বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক দলের ছাতার নিচে আশ্রয় নিই।'

সিন্ডিকেটে পাস হওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২ হাজার ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে কখনো দলীয় রাজনীতি প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু বিভিন্ন দলীয় সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বর্তমান পরিস্থিতিতে

ভার্সিটি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

ভার্সিটি ঃ খুলনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের দলীয় রাজনীতিতে যোগ দেয়ার জন্য প্ররোচিত করছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের মনোমালিন্যের শুরু ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ থেকে। ছাত্রছাত্রীরা চেয়েছিলেন একমাত্র ছাত্রী হলের নাম হোক মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা তারামন বিবি বীর প্রতীকের নামে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেটে পাসকৃত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এর নাম রাখলেন কেবল 'ছাত্রী হল'। প্রথমে ক্লাস বর্জন করলেও পরে ছাত্রছাত্রীরা তা মেনে নিয়ে ক্লাসে যোগ দেন। সাম্প্রতিক ঘটনার সূত্রপাত গত ২১শে জানুয়ারি। অতিরিক্ত ৫০ জন নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রীকে সাময়িক হলে অবস্থানের অনুমতি দাবি করেছিল ছাত্রছাত্রীরা। এ দাবিতে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে কর্মচারীরা ছাত্রছাত্রীদের মারধর করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য। ছাত্ররা হল (ক্যাম্পাস) ছেড়ে শহরে এলে সেখানেও তাদেরকে মারধর করা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৪র্থ বৎসরের ১ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ও ৪ জন ছাত্রীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি সদ্য ভর্তিকৃত ২২ ছাত্রীর ভর্তিও বাতিল করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন, আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় সমাবর্তন সফল করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ৪ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। এগুলো হলো- অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের ওপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার ও তাদেরকে হয়রানি না করা, ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দেয়া এবং ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার সমাধান করা। এসব দাবি পূরণ হলেই ছাত্রছাত্রীরা মনে করছেন বিশ্ববিদ্যায়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের উপস্থিতিতে সমাবর্তনটি সার্থক হয়ে উঠবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রছাত্রীদের উল্লিখিত দাবিগুলো তুলে ধরেন সাবেক ছাত্র জিয়াদ আল হাসান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরীফুল আলম, গালিব হামিদ, আরিফুল ইসলাম, ওয়াহিদ আসিফ, আশিক মাহমুদ ও আলী জাকির।